রেড ওয়াইন ও কলিমুল্লাহ'র বয়ান

"রেড ওয়াইন (Red Wine) খাওয়া হার্টের জন্য উপকারী" কথাটা বলছিলেন আমার এক পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত (স্বাধীনতা যূদ্ধের সময় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীতে সক্রীয় থাকার কারনে প্রথমে বরখাস্ত ও ১৯৭৫ এর পর চাকুরী প্রাপ্ত) সামরিক অফিসার। ভদ্রলোক আবার ইসলাম ধর্ম নিয়ে বেশ কথাবার্তা বলেন! ইংরেজীতে পবিত্র কোরান পাঠ করেন, কারন বাংলা বা আরবীতে পবিত্র কোরান এর মর্ম তিনি তেমন বুঝতে পারেন না! আমার এক ডাক্তার বন্ধু বিনীত ভাবে বললেন, হার্টের জন্য উপকারী তো অনেক কিছুই, যেমন নিয়মিত হাঁটা, মাছ খাওয়া, গরুর মাংস না খাওয়া, আর মদ্যপানের মত এগুলির কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া নেই। মদ্যপানে উপকার এর চেয়ে অপকার অনেক বেশী। আর মদ তো সম্পূর্ন নিষিদ্ধ ইসলাম ধর্মে! শুনে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পালটালেন।

কথাটা মনে হচ্ছিলো, বেশ কিছুদিন আগে (অক্টোবর এর প্রথম সপ্তাহে) আমাদের সময় পত্রিকায় ডঃ নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ'র মিয়ানমার এর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ইসরাইল এর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উপদেশ দেওয়ার যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে! মনে হচ্ছিলো, সেই রেড ওয়াইন (Red Wine) খাওয়া ভদ্রলোকের মত কলিমুল্লাহ সাহেব কি এর চেয়ে ভালো আর অন্য কোনো উপায় দেখলেন না? তিনি কি একবার ও চিন্তা করলেন না, এর পরিনাম কি হতে পারে?

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারঃ
বিশ্বের হাতেগোনা গনতান্ত্রিক মুসলিম প্রধান দেশের মদ্ধে, বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রান কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার ও উন্নত বিশ্বের সম্পর্ক মিয়ানমার এর তুলনায় অনেক ভালো। আমেরিকার ও উন্নত বিশ্ব কোনো অবস্তায় চাইবে না, গনতান্ত্রিক বাংলাদেশ সামরিক জান্তার নেতৃতাধীন মিয়ানমার এর সাথে যূদ্ধে পর্যূদস্ত হউক। আর মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হিলারী ক্লিন্টন এর সাথে রয়েছে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক। এই মূহূর্তে আমরা সেই সূযোগ কাজে লাগাতে পারি।

৭৩ এর আরব ইসরাইল যূদ্ধে বাংলাদেশের সমর্থন এর কথা আরব ও মূসলিম বিশ্ব জানে। তারা শ্রদ্বার সাথে স্মরন করে প্রথম গালফ ওয়ারে কুয়েতের প্রতি বাংলাদেশের সামরিক সমর্থন এর কথা। বাংলাদেশের নৌ বাহিনীর প্রথম ফ্রিগেট 'বি এন এস ওমর ফারুক' থেকে শুরু করে অনেক সমরাস্ত্রই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির দান। আরব ও মূসলিম বিশ্বের থেকে বাংলাদেশের সামরিক ও অর্থনৈতিক সমর্থন পাওয়া তেমন কঠিন হবে না। শুধু প্রয়োজন, কার্যকরী কুটনৈতিক প্রয়াস।

আভ্যন্তরীন পতিক্রিয়াঃ
নীতিগত কারনেই, জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশ, ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামে সাধ্যমত সমর্থন দিয়ে আসছে। দল মত (আওয়ামী লিগ, বি এন পি, জামাত, সি পি বি), ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে, এই একটি মাত্র ইস্যূতেই বাংলাদেশের সমস্ত জনগন ঐক্যবদ্ধ, "ফিলিস্তিনিদের পক্ষে, ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরূদ্ধে" । ইসরাইল এর সাথে সম্পর্ক

উন্নয়নের চেষ্টা করার প্রয়াস নিলে সঙ্গে সঙ্গে দেশে এর প্রচন্ড বিরুপ পতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে সরকারকে। এই ইস্যূতে সরকারের পতন ঘটাও অসম্ভব নয়।

নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব আরও যূক্তি দেখিয়েছেন যে, মুক্তিযূধ্বের সময় ইসরাইল বংলাদেশকে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল। নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব, বোধহয় ভূলে গ্যাছেন বাংলাদেশের সেই চরম দূর্দিনেও, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ সাহেব নীতিগত কারনে সেই সাহায্যের প্রস্তাব প্রতাক্ষান করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক পতিক্রিয়াঃ
ইসরাইল এর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করার প্রয়াস নিলে সঙ্গে সঙ্গে আরব ও মূসলিম বিশ্বের থেকে মারাত্বক বিরুপ পতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হবে। মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত লাখ লাখ শ্রমিকের চাকরিচ্যূত হবার সম্ভাবনা দেখা দিবে। বৃহত্তম বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনকারী খাত ‘রেমিট্যান্স’ বন্ধ হবে বা মারাত্তক ভাবে কমে যাবে। আরব ও মূসলিম বিশ্বের থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থনৈতিক দান অনূদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা যাবে। তাই যে কোনো অবস্তায় “বাংলাদেশ মিয়ানমার সংকটে” ইসরাইল খনিজ সম্পদপূর্ন মিয়ানমার এর পক্ষ অবলম্বন করবে, এটাই স্বাভাবিক। ফলে বাংলাদেশ একূল ওকূল দুই কূলই হারাবে।

শেষ কথাঃ
আমি জানিনা, নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সাহেব এর মত বুদ্বিজীবিরা বাংলাদেশের মানুষকে কতটা বোকা ভাবেন বা দেশের স্বার্থ কতখানি দেখেন! তবে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত, বাংলাদেশের মানুষ এটা বূঝেন যে, কলিমুল্লাহ সাহেবএর মত বুদ্বিজীবিরা বোকা নন, কোনো ব্যাত্তিগত স্বার্থ ব্যাতীত তারা এই ধরনের সর্বনাশা উপদেশ(!) দেন না।

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, ডিসেম্বর ২০০৯, সিডনী
Victory1971@gmail.com